গেইম খেলে ৯ হাজার ডলার আয়

আজিয়াটা গেম হিরো টুর্নামেন্টের প্রথম আসরে সাফল্য অর্জন করল বাংলাদেশি চার তরুণ। এই টুর্নামেন্টে তৃতীয়স্থান অর্জন করে ৯ হাজার মার্কিন ডলার পুরস্কার পেয়েছে চার সদস্যের বাংলাদেশি এই গেইমার টিম— ‘অন ফায়ার সায়ানাইড’।

টিমের সদস্যরা হলেন—মুহাম্মদ নাজমুস সাকিব, খাজা কুতুব উদ্দিন, মাহমুদুল হাসান আসিফ এবং রেফাত আহমেদ রনি। আঞ্চলিক এ ই-স্পোর্টস টুর্নামেন্টটির আয়োজন করেছে এশিয়ান টেলিকম জায়ান্ট আজিয়াটা গ্রুপ বারহাদ।

সম্প্রতি মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক এ গেইমিং ইভেন্টটিতে অংশগ্রহণ করতে এশিয়ায় আজিয়াটার চার অপারেটিং প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের রবি আজিয়াটা, মালয়েশিয়ার বুস্ট, কম্বোডিয়ার স্মার্ট আজিয়াটা এবং ইন্দোনেশিয়ার এক্সএল আজিয়াটার মোট ১২টি দল ৪৮ জন গেইমার নিয়ে অংশগ্রহণ করে।

মালয়েশিয়ায় আজিয়াটা গেম হিরোর চূড়ান্ত পর্বে প্রতিটি দেশের শীর্ষ তিনটি দল অংশগ্রহণের সুযোগ পায়, যার প্রতিটি টিমে চার জন করে গেইমার ছিল। বাংলাদেশ থেকে প্রতিনিধিত্ব বাকি দুটি দল হচ্ছে বাংলা ইউনিটি এবং টিম ইনক্রেডিবল।

প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে গেইমারদের ফ্রি ফায়ার নামে একটি আকর্ষণীয় গেইম খেলতে হয়। চূড়ান্ত পর্বে যাওয়ার আগে টিমগুলোকে গেম হিরোর বাংলাদেশ পর্বের ফাইনালে জিততে হয়েছে।

ভারতে হুয়াওয়ের ৫জি চালুতে সবুজ সংকেত

যুক্তরাষ্ট্রের নেতিবাচক প্রচারণায় বেশ বিপদে রয়েছে চীনের প্রতিষ্ঠান হুয়াওয়ে। বিগত বছর এই প্রতিষ্ঠানের জন্য ছিলো দারুণ

অশুভ। কিন্তু নতুন বছর শুরুর আগেই ভাল বার্তা পায় প্রতিষ্ঠানটি। ভারতে হুয়াওয়ের ৫জি চালুতে সবুজ সংকেত প্রদান করেছেন দেশটির প্রযুক্তি ও যোগাযোগ বিষয়ক মন্ত্রী রবি শংকর।

দিল্লির এক অনুষ্ঠানে রবি শংকর জানান, ‘ট্রায়েল ভিত্তিতে ৫জি চালুর জন্য নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি আমরা।

এদিকে হুয়াওয়ের বিরোধিতা করে যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে, চীনের এই প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গোপন তথ্য চুরি করবে বেইজিং। আর সে কারণেই হুয়াওয়ের সঙ্গে নিজ বন্ধু রাষ্ট্রদের সম্পর্ক না রাখার জন্যও উৎসাহিত করছে দেশটি।

এদিকে ভারতের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে হুয়াওয়ে। প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে ভারতে নিযুক্ত হুয়াওয়ের সিইও বলেন, আমাদের উপর নিয়মিত আস্থা রাখার জন্য ভারতকে ধন্যবাদ। আমরা বিশ্বাস করি নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও তার মান সম্পন্ন ব্যবহার নিশ্চিতের মাধ্যমে ভারতের টেলিকম ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা যুক্ত হতে পারব।

সেলফি ক্যামেরা ব্যবহার করে টাইপিং!

কিবোর্ড ছাড়া কেবল সেলফি ক্যামেরা ব্যবহার করে এখন থেকে টাইপ করা যাবে! বিস্ময়কর এমন এক তথ্য সামনে নিয়ে এসেছে দক্ষিণ কোরিয়ার কোম্পানি স্যামসাং। জানা যায়, ২০১২ সালে শুরু করা সি-ল্যাব প্রকল্পের আওতায় নতুন এক উদ্ভাবন সেলফি-টাইপ।

বিগত কয়েক বছর ধরেই সিইএস (কনসিউমার ইলেকট্রনিক শো) ইভেন্টে বিভিন্ন সি-ল্যাব প্রোজেক্ট গোটা বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করে আসছে স্যামসাং। সম্প্রতি সেলফি-টাইপ নামের এমনই একই প্রোজেক্ট সামনে এসেছে। নতুন এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফোনের সেলফি ক্যামেরা ব্যবহার করে টাইপ করা যাবে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

স্মার্টফোনের সামনের ক্যামেরা ব্যবহার করে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে গ্রাহকের আঙুলের নড়াচড়া অনুসারে টাইপ করে নেবে স্মার্টফোন। এই পদ্ধতিতে কোয়ার্টি কিবোর্ডের মাধ্যমে টাইপ করা যাবে। স্যামসাং জানিয়েছে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করতে আলাদা হার্ডওয়্যারের প্রয়োজন হবে না। স্মার্টফোন, ট্যাবলেট এমনকি ল্যাপটপের সামনের ক্যামেরা ব্যবহার করে কাজ করবে সেলফি-টাইপ।

সেলফি টাইপ ছাড়াও নতুন দশকের শুরুতে সিইএস ইভেন্টে আরো একগুচ্ছ নতুন প্রযুক্তি আনবে স্যামসাং। এর মধ্যে অন্যতম ‘বিকন’ ও ‘সানিসাইড’ এর মতো প্রোজেক্টগুলি। চুল ঝরা কমাতে কাজে লাগবে ‘বিকন’। অন্যদিকে ‘সানিসাইড’ প্রোজেক্টে কৃত্রিম উপায়ে সূর্যের আলো তৈরি করা হতে পারে।

এছাড়াও স্যামসাং একটি নতুন সেন্সর লঞ্চ করবে। নতুন এই সেন্সর ব্যবহার করে অতিবেগুনী রশ্মি মাপা যাবে। ওয়্যারেবেল ডিভাইসে এই সেন্সর ব্যবহার কতে পারে। এর ফলে অতিবেগুনী রশ্মি বিকিরণ থেকে দূরে থাকা যাবে।

যেমন হবে তথ্যপ্রযুক্তির ২০২০

লক্ষ্য যদি মহাকাশ হয় এবং কাঁড়ি কাঁড়ি অলস টাকা থাকে, তবে ২০২০ সালটা আপনার লক্ষ্যপূরণের বছর হতে পারে। অবশ্য মহাকাশযাত্রায় অনীহা থাকলেও বছরটা আপনার হতে পারে। কেমন যেন জ্যোতিষীদের ভাষায় লেখা এগোচ্ছে।

অবশ্য ভবিষ্যদ্বাণী তো জ্যোতিষীদেরই কাজ। কথা না বাড়িয়ে চলুন দেখে নেওয়া যাক, ২০২০ সালের ঝুলিতে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কী কী থাকতে পারে।

মহাকাশ ভ্রমণ সহজ হবে

মহাকাশ ভ্রমণের জন্য অন্যতম বছর হবে ২০২০ সাল। জানিয়েছেন এভিয়েশন উইক অ্যান্ড স্পেস টেকনোলজির জ্যেষ্ঠ সম্পাদক গাই নরিস।

যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি দুটি মহাকাশযান তৈরি করেছে।

সবকিছু পরিকল্পনামতো হলে চলতি বছরেই সাত নভোচারীর একটি দল বোয়িং সিএসটি-১০০ স্টারলাইনারে চড়ে পরীক্ষামূলকভাবে মহাকাশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন।

এদিকে বছরের শুরুতে স্পেসএক্সের ড্রাগন ক্যাপসুলের চূড়ান্ত পরীক্ষা শেষ হওয়ার কথা। পরীক্ষা সফল হলে মানুষ নিয়ে মহাকাশে ভ্রমণসেবা দেবে বলে জানিয়েছে স্পেসএক্স।

এদিকে যাত্রী নিয়ে মহাকাশ ভ্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে ব্লু অরিজিন ও ভার্জিন গ্যালাকটিক। ইতিমধ্যে আড়াই লাখ ডলারে ৬০০ টিকিট বিক্রি করেছে শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটি।

পরিবেশ রক্ষায় প্রযুক্তি

বছর বছর যে অব্যবহূত ফোনের সংখ্যা বাড়ছে, তা জানাতে পরিসংখ্যানের প্রয়োজন নেই। এসব অব্যবহূত পড়ে থাকা ফোন পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণে পরিণত হয়েছে। তাই পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে এসেছে প্রযুক্তি পণ্য নির্মাতারাও।

পরিবেশবান্ধব উপায়ে ফোন উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে অনেক প্রতিষ্ঠান। এতে উৎপাদনের প্রক্রিয়া হবে পরিবেশবান্ধব এবং সহজে নষ্ট ফোন সারান যাবে।

ফোন ছাড়াও টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ইত্যাদি যন্ত্র একই পদ্ধতিতে তৈরি করা হবে। টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠান ভোডাফোন জানায়, ২০২৩ সালের মধ্যে তাদের নেটওয়ার্ক নবায়নযোগ্য জ্বালানির সাহায্যে চলবে।

সবকিছুতে নমনীয় পর্দা

স্যামসাংয়ের প্রথম ফোল্ডেবল পর্দার স্মার্টফোন নিয়ে অভিযোগ কম ছিল না। সে তুলনায় মটোরোলা রেজর কিছুটা ইতিবাচক সারা তৈরি করেছে।

এ বছর নমনীয় পর্দার ট্যাবলেট আনার কথা জানিয়েছে স্যামসাং। অন্যদিকে চীনা প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান টিসিএল চলতি বছরেই নমনীয় পর্দার ফোল্ডেবল স্মার্টফোন, স্মার্ট স্পিকার, ফ্রিজের দরজা ইত্যাদি ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছে।

ফাইভ-জি নেটওয়ার্কের প্রসার

গত বছরের শেষের দিকে ফাইভ-জি নেটওয়ার্ক চালু করে প্রায় ২২ দেশের ৪০ অপারেটর। এ বছর শেষে তা বেড়ে গিয়ে ১২৫ অপারেটর হবে বলে জানায় একটি টেলিযোগাযোগ গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

উন্নত হবে কোয়ান্টাম কম্পিউটার

গুগল গত অক্টোবরে কোয়ান্টাম কম্পিউটারের সাহায্যে ২০০ সেকেন্ডে এমন কাজ করার দাবি জানায়, সুপারকম্পিউটারের যা করতে ১০ হাজার বছর লেগে যাবে।

কেউ কেউ গাঁইগুঁই করলেও অনেক বিশেষজ্ঞ ঘটনাটিকে বড়ো অর্জন হিসেবেই দেখেছেন। তাছাড়া, ২০২০ সালে সবাইকে কোয়ান্টাম কম্পিউটার ব্যবহারের সুযোগ করে দেবে বলে জানিয়েছে গুগল।

এদিকে আইবিএম, রিগেটি ও অয়ন-কিউয়ের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোও বসে নেই। সব মিলিয়ে এ বছরে কোয়ান্টাম কম্পিউটার তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি দেখা যেতে পারে।

সূত্র:বিবিসি

- প্রযুক্তি ডেস্ক

ভবিষ্যদ্বাণী কতটুকু মিলল?

২০২০ শুধু নতুন একটা বছর নয়, নতুন দশকেরও শুরু। বছরটা নিয়ে অনেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন বিভিন্ন সময়ে। তাঁদের মধ্যে মার্কিন উদ্ভাবক রে কুর্জওয়েইল অন্যতম। মাইক্রোসফটের সহপ্রতিষ্ঠাতা বিল গেটসও এই তালিকায় আছেন। ২০২০ সালটা যখন চলেই এল, চলুন দেখা যাক, ভবিষ্যদ্রষ্টার অনুমানের সঙ্গে বাস্তবতার কতটা মিল রয়েছে।

কম্পিউটার অদৃশ্য হবে
ঘটনা সত্য বলা যায়। পেটমোটা কম্পিউটারের দিন শেষ। এখন দেয়ালে, আসবাবে, অলংকার থেকে শুরু করে শরীরে কম্পিউটার মিশে থাকে। সবকিছু

তারহীন হয়ে যাচ্ছে।

কাগজের বই বা নথি থাকবে না
বই প্রকাশনাশিল্পের আকার হ্রাস পেলেও এখনো ছাপা বইয়ের বিপুল চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশসহ প্রায় সব দেশের জন্যই তা সত্য। আর ডিজিটাল নথির ব্যবহার বাড়লেও কাগুজে নথি বিলুপ্ত হওয়ার ঢের বাকি।

প্রত্যেকের প্রতিটি পদক্ষেপ নজরদারির আওতায় আসবে
এমনটা হচ্ছে বলে অনেকেই মানেন। পকেটে স্মার্টফোন থাকলেই আক্ষরিক অর্থে ব্যবহারকারীর পদক্ষেপের হিসাব রাখা সম্ভব। তার ওপর স্মার্টঘড়ির মতো স্মার্ট অনেক ট্র্যাকার আমাদের সঙ্গে থাকছে। পথে পথে ক্যামেরা আমাদের চেহারা শনাক্ত করছে। এরপর নাকি সরাসরি মস্তিষ্কে কম্পিউটারে যুক্ত করা হবে।

আমাদের চালকবিহীন গাড়ি থাকবে
আংশিক সত্য। টেসলা, গুগলের ওয়েমোর পাশাপাশি রাইড ভাগাভাগির সেবা উবারও চালকবিহীন গাড়ি নিয়ে কাজ করছে। বিশ্বের অনেক দেশে পরীক্ষামূলক যাত্রী পরিবহনও শুরু হয়েছে। তবে সর্বসাধারণের স্তরে আসেনি এখনো।

মঙ্গলে পা রাখবে মানুষ
এখনো না। অন্তত মানুষ পারেনি। তবে আটটি মানুষহীন মহাকাশযান মঙ্গলে অবতরণ করেছে।

মানুষের ব্যক্তিগত ভার্চ্যুয়াল সঙ্গী থাকবে
বিল গেটসের অনুমান ছিল এটি। আমাজনের অ্যালেক্সা, গুগলের অ্যাসিস্ট্যান্ট বা অ্যাপলের সিরি অনেকটা তেমনই। ওয়েব থেকে তথ্য সংগ্রহ করে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়, কাজের কথা মনে করিয়ে দেয়, নির্দেশ পালন করে—বলা যায় গেটসের অনুমান ঠিকই ছিল।

ইন্টারনেট আর মস্তিষ্ক এক হয়ে যাবে
প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত বড়সড় উদ্ভাবনের খবর মেলেনি। অন্যদিকে ব্রেইন-কম্পিউটার ইন্টারফেস নিয়ে মার্ক জাকারবার্গের ফেসবুক, ইলন মাস্কের নিউরালিংকসহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে।

সূত্র: ইউএসএ টুডে

পাওয়া যাচ্ছে ভিভো এসওয়ান প্রো

ভারতে ভিভো তাদের মিড রেঞ্জ ফোন Vivo S1 Pro ফোনটি ভারতে লঞ্চ করেছে এই ফোনে আছে স্ন্যাপড্র্যাগন 665 SoC। আর এই ফোনটি শাওমি Mi A3, Oppo A9 2020 র সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে। আর এই ফোনে আছে 6.38 ইঞ্চির ডিসপ্লে আর সঙ্গে আছে ইনডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার। আর এই ফোনটি আপনারা মিস্টিক ব্ল্যাক, জেজি ব্লু আর ড্রিমি হোয়াইট কালার অপশানে পাবেন।

VIVO S1 PRO ফোনের স্পেক্স আর ফিচার্স

Vivo S1 Pro ফোনের ফিচার যদি আমরা দেখি তবে দেখা যাবে যে এই ফোনে আছে 6.38 ইঞ্চির সুপার AMOLED ডিসপ্লে আর এটি ফুল HD+ রেজিলিউশানের ফণ। আর এই ফোনে আপনারা পাবেন কোয়াল্কম স্ন্যাপড্র্যাগন 665 SoC। ফোনে আছে 8GB র্যাম আর এর সঙ্গে আছে 128GB র ইন্টারনাল স্টোরেজ। আর এইফোনে আপনারা পাবেন ফানটাচ OS 9.2। আর এই ফোনে আছে অ্যান্ড্রয়েড 9 নির্ভর 4500mAh য়ের ব্যাটারি। আর এই ফোনটিতে আপনারা 18W ডুয়াল ইঞ্জিন ফাস্ট চার্জ প্রযুক্তি পাবেন। এটি USB Type C পোর্টের সঙ্গে এসেছে।

আর এর সঙ্গে Vivo S1 Pro ফোনে আছে 48MP র মেন সেন্সার আর এই সঙ্গে ফোনে পাবেন 8Mp র ক্যামেরা আর 2MP র দুটি ক্যামেরা। আর এই ফোনের ফ্রন্টে পাবেন 32MP র ফ্রন্ট ক্যামেরা।

VIVO S1 PRO ফোনটা পাওয়া যাচ্ছে
Vivo S1 Pro ফোনটি একটি ভেরিয়েন্টে এসেছে এই ফোনে 8GB র্যামের সঙ্গে 128GB স্টোরেজ ভেরিয়েন্ট পাওয়া যাচ্ছে। এর দাম 19,990 টাকা। আর এই ফোনটি তিনটি রঙে পাওয়া যাবে। আর এই ফোনটি 4 জানুয়ারি থেকে ভিভো ইন্ডিয়ার ই স্টোর, অ্যামাজন ইন্ডিয়া, ফ্লিপকার্ট অন্য অন্য ইকমার্স স্টোরে পাওয়া যাচ্ছে।

‘টিকে থাকাই অগ্রাধিকার পাবে’: হুয়াওয়ে

চীনের টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠান হুয়াওয়ে মঙ্গলবার ‘টিকে থাকাই অগ্রাধিকার পাবে’ বলে ঘোষণা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার কারণে ২০১৯ সালে আশানুরূপ বিক্রয় না হওয়ার প্রেক্ষিতে এ ঘোষণা দেয় প্রতিষ্ঠানটি।

হুয়াওয়ে-এর চেয়ারম্যান এরিখ জু বলেন, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশংকায় আমেরিকার ফার্মগুলোর সঙ্গে কাজ নিষিদ্ধ করার ফলে ২০১৯ সালে আনুমানিক বিক্রয় ৮৫০ বিলিয়ন ইয়েন (১২১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) হবে যা মোটামুটিভাবে গত বছরের চেয়ে শতকরা ১৮ ভাগ বেশি। তবে বাস্তবিক যতটুকু আশা করা হয়েছিল এই বিক্রয় তদপেক্ষা অনেক কম।

নতুন বছরে জানুয়ারি মাসে কোম্পানীর বিক্রয় ১২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

নতুন বছরে কর্মচারীদের উদ্দেশে এক বার্তায় জু বলেন, কোম্পানীর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ‘কৌশলী ও দীর্ঘমেয়াদি’ প্রচারণা হুয়াওয়েইর টিকে থাকা ও এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এক ধরণের চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে।

২০২০ সালে ‘টিকে থাকাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য হবে’ বলে উল্লেখ করেছেন হুয়াওয়েই-এর বর্তমান চেয়ারম্যান।

- প্রযুক্তি ডেস্ক

বাংলাদেশের জন্য কর্মী নিয়োগ দেবে ফেসবুক

ফেসবুকের বাংলাদেশের বাজার দেখার জন্য মার্কেট স্পেশালিস্ট পদে লোক নিয়োগ দেবে ফেসবুক। সিঙ্গাপুরে ফেসবুকের এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের কার্যালয়ে কাজ করতে হবে ওই কর্মীকে। ফেসবুক বাংলাদেশের জন্য কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করছে।

ফেসবুকের ওই বিজ্ঞাপনে বলা হয়, পূর্ণকালীন চাকরির ওই পদে ফেসবুক ব্যবহারকারীকে নানা রকম সহযোগিতা করতে হবে। দক্ষিণ এশিয়া ও বৈশ্বিক মার্কেটের জন্য প্রয়োজনে সহযোগিতা করতে হবে। এ ছাড়া ফেসবুকের জন্য নানা ধরনের সুযোগ বের করতে হবে। বিভিন্ন সংকেত বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় ইনসাইট তৈরি করতে হবে। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় যোগাযোগে যথেষ্ট পারদর্শী হতে হবে।

৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা ও মাস্টার্স ডিগ্রিধারীরা আবেদন করতে পারবেন। ডেটা অ্যানালাইসিস ও ভিজুয়ালাইজেশনে দক্ষ হতে হবে। ফেসবুকের ক্যারিয়ার পেজে গিয়ে ওই পদে আবেদন করতে পারবেন।

এর আগে ফেসবুকের সিঙ্গাপুর অফিসের কর্মকর্তারা প্রথম আলোকে জানান, বাংলাদেশের জন্য আপাতত কোনো অফিস খোলার পরিকল্পনা তাঁদের নেই। তবে বাংলাদেশের বাজার উন্নয়নে তাঁর কাজ করতে চান। এ ছাড়া দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের নিয়ে কাজের কিছু পরিকল্পনা রয়েছে তাঁদের।

- প্রযুক্তি ডেস্ক

বাজারে নতুন পেনড্রাইভ

টাইপ সি পোর্টের ডুয়েল ফ্ল্যাশ ড্রাইভ বাজারে এনেছে টেক রিপাবলিক। অ্যাপাসার ব্র্যান্ডের এএইচ১৮০ মডেলের পেনড্রাইভটি যেকোনো স্মার্টফোন ও ট্যাবেও ব্যবহার করা যাবে।

৩২ ও ৬৪ গিগাবাইট ধারণক্ষমতার ফ্ল্যাশ ড্রাইভটির সঙ্গে এর ঢাকনা এমনভাবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যেন ৩৬০ ডিগ্রি ঘোরানো যায়।

৩২ গিগাবাইটের দাম ১,৫০০ এবং ৬৪ গিগাবাইটের দাম ২,৯০০ টাকা। এ ছাড়া ৫ জিবিপিএস গতির এএইচ১৭৯ মডেলের ৩২ গিগাবাইটের ওটিজি ইউএসবি পেনড্রাইভের দাম ১,৪০০ এবং ৬৪ গিগাবাইটের দাম ২,৮০০ টাকা। সঙ্গে আছে লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি।

- প্রযুক্তি ডেস্ক

ফেসবুকে যেভাবে ভাষাবদল করবেন

ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট খোলার সময় যে ডিভাইসে অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে, সাধারণত সে ডিভাইসের ভাষা ফেসবুক অ্যাকাউন্টের ভাষা হিসেবে নির্ধারিত হয়। তারিখ, সময়, সংখ্যাও সে ভাষা অনুযায়ী দেখানো হয়। তবে প্রয়োজন অনুযায়ী ভাষা এবং এলাকা বদলে নিতে পারবেন। এতে ফেসবুকের বিভিন্ন বোতাম, নোটিফিকেশন এবং বেশির ভাগ লেখা সে ভাষায় দেখাবে।

ভাষা এবং এলাকা বদলাতে চাইলে কম্পিউটার থেকে ফেসবুকে লগ-ইন করুন। ওপরের ডান দিকে ড্রপ-ডাউন মেনু আইকন দেখাবে, ক্লিক করে Settings নির্বাচন করুন। বাঁ দিকের অংশ থেকে Language and Region-এ ক্লিক করুন। এখান থেকে ফেসবুকের ভাষা বদলাতে পারবেন।

আর ভাষা বদলালে এলাকাসংক্রান্ত তথ্যও (যেমন তারিখ, সময় ও সংখ্যা) স্বয়ংক্রিয়ভাবে বদলে যাবে।
ÔLanguage for buttons… লেখার পাশে Edit-এ ক্লিক করে ভাষা নির্বাচন করুন।
Save Changes-এ ক্লিক করে নতুন সেটিং সংরক্ষণ করুন।

ভাষা ঠিক রেখে ফেসবুকে তারিখ, সময় এবং সংখ্যা দেখানোর ধরন বদলাতে চাইলে Formats for dates… লেখার পাশে Edit-এ ক্লিক করে এলাকা নির্বাচন করুন।
যথারীতি Save Changes-এ ক্লিক করে নতুন সেটিং সংরক্ষণ করুন।

তাপমাত্রা দেখানোর একক ফারেনহাইট বা সেলসিয়াস করতে চাইলে Temperature-এ ক্লিক করে সেটিং বদলে Save Changes-এ ক্লিক করুন। সূত্র: ফেসবুক হেল্প সেন্টার